

মানবধর্ম

- ১। ভজন মন্দিরে তব
পূজা যেন নাহি রয় থেমে,
মানুষে করো না অপমান।
যে ঈশ্বরে ভক্তি কর
সে সাধক, মানুষের প্রেমে
তাঁরি প্রেম কর সম্প্রমাণ।

- ক. লালনের কোনটি ‘মানবধর্ম’ কবিতা হিসেবে গৃহীত হয়েছে? ১
খ. ‘লালন সে জেতের ফাতা/ বিকিয়েছে সাহত বাজারে’-কবির এ কথাটি বুজিয়ে দাও। ২
গ. উদ্দীপকে ‘মানবধর্ম’ কবিতার কোন বিশেষ দিকটি ফুটে উঠেছে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. “মানবতার জয়গান উদ্দীপক ও ‘মানবধর্ম’ কবিতার মূলকথা”- উক্তিটির যথার্থতা বিচার কর। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর :

- (ক) ‘সব লোকে কয় লালন কী জাত সংসারে’ গানটি ‘মানবধর্ম’ কবিতা হিসেবে গৃহীত হয়েছে।
- (খ) লালন তাঁর ‘জেতের ফাতা’ বা জাতের চিহ্ন সাহত বাজার বিক্রি করে দিয়েছেন। ‘সাহত বাজারে’ বলতে যেখানে-সেখানে অবহেলায় জাতের চিহ্ন বিক্রি করার কথা বলা হয়েছে।
লালন জাত-পাতে বিশ্বাস করেন না। অনেক মানুষই তাঁর জাতের পরিচয় নিয়ে গর্ববোধ করে। লালন মানবতাবোধের চর্চা করেন। তাঁর কাছে মানুষের অন্তরের পরিচয়ই প্রধান। বাইরের জাতের পরিচয় তাঁর কাছে কোনো মূল্য বহন করে না। তাই তিনি নিতান্ত অবহেলায় তাঁর জাত পরিচয় বিসর্জন দিয়েছেন। ‘সাহত বাজারে’ জাতের চিহ্ন বিক্রি করে দেয়া বলতে কবি একথাই বুঝিয়েছেন।
- (গ) উদ্দীপকে মানুষ প্রেমে পড়া তথা মানুষকে ভালোবাসার কথা বলা হয়েছে। আবার ‘মানবধর্ম’ কবিতার মূল সুর মানবতার জয়গান। এদিক থেকে উদ্দীপকটির সাথে ‘মানবধর্ম’ কবিতার ভাবনার মিল আছে।
‘মানবধর্ম’ কবিতায় লালন জাত-পাত ও মানুষের বিভেদের বিরুদ্ধে নিজের মত প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে, ধর্ম ও বংশ কৌলিন্য ইত্যাদি মানুষের পরিচয় হতে পারে না। জাত-পাত, বর্ণ গোত্র এসব মানুষেরই সৃষ্টি। এর ফলে মানবতার অপমান হয়।
উদ্দীপকে ‘মানবধর্ম’ কবিতায় বর্ণিত মানবতাবাদী চেতনা বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে। এখানে কবি বলতে চেয়েছেন স্রষ্টাকে পেতে হলে মানুষের মধ্যেই পেতে হবে। স্রষ্টা মানুষের মধ্যেই বসবাস করেন। মানুষের সাধনা করলেই স্রষ্টার সাধনা করা হয়। মানুষকে বাদ দিয়ে কোনো ধরনের আধ্যাত্মিক অর্জন সম্ভব নয়। আমরা দেখি উদ্দীপক ও ‘মানবধর্ম’ কবিতায় মূলত মানুষের জয়গান গাওয়া হয়েছে। এদিক থেকে উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায়।

(ঘ) “মানবতার জয়গান উদ্দীপক ও ‘মানবধর্ম’ কবিতার মূলকথা।-এই উক্তিটি যথার্থ। কারণ উদ্দীপক ও ‘মানবধর্ম’ কবিতায় মানবতার চেতনাকে লালন করা হয়েছে।

মরমি কবি লালন শাহ্ আজীবন মনের মানুষের সাধনা করেছেন। তিনি মানুষের মধ্যেই স্রষ্টাকে খোঁজার সাধনা করেছেন। ‘মানবধর্ম’ কবিতায়ও লালনের এই বোধের প্রকাশ ঘটেছে। তাঁর মতে, সব মানুষই সমান সম্ভাবনাময়। উদ্দীপকেও বলা হয়েছে মানুষকে ছোট করে ঈশ্বরের পূজা সম্ভব নয়।

ধর্মে, ধর্মে জাতিতে জাতিতে, বংশে বংশে বিভেদ মানবতাকে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। মানুষে মানুষে রচিত হয়েছে বৈষম্য, শোষণ আর নিপীড়নের কাহিনী। লালন ‘মানবধর্ম’ কবিতায় বুঝিয়ে দিয়েছেন জাত-পাতের মধ্যে মানুষের পরিচয় খোঁজা মস্তবড় ভুল। প্রকৃতি জন্ম ও মৃত্যুর সময় জাত পরিচয় বাদ দিয়ে মানুষকে শুধু মানুষ রূপেই পরিচয় দান করে। উদ্দীপকেও সেই একই ভাব প্রতিধ্বনিত হয়েছে যে, মানুষকে অপমান করে ঈশ্বরে ভক্তি অবাস্তব।

উদ্দীপকে ও ‘মানবধর্ম’ কবিতায় আনুষ্ঠানিক আচরণ সর্বস্ব ধর্মের চেয়ে মানবপ্রেমকে অনেক বড় করে দেখানো হয়েছে। কবি বলেছেন, স্রষ্টার ভালোবাসা পেতে হলে অবশ্যই তাঁর সৃষ্টি মানুষকে ভালোবাসতে হবে। মানুষের মাঝেই ঈশ্বর উপস্থিত থাকেন। কাজেই মানবতার সাধনা সবচেয়ে বড় সাধনা। এজন্য লালন তাঁর জাতের পরিচয়কে তুচ্ছ করেছেন। কারণ বাহ্যিক পরিচয় আসল মানুষকে বিকশিত হতে দেয় না। পৃথিবীতে মানুষই সবকিছুর মূলে। মানবতা ও মানবধর্মের চেয়ে বড় কিছু পৃথিবীতে নেই। উদ্দীপক ও ‘মানবধর্ম’ কবিতায় এই মানবচেতনাকেই গভীরভাবে ধারণ করা হয়েছে।

২। জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত জালিয়াত খেলছ জুয়া,

ছুঁলেই তোর জাত যাবে, জাত ছেলের হাতের নয়কো মোয়া।

হুকোর জল আর ভাতের হাঁড়ি ভাবলি একেই জাতির জান,

তাইতো বেকুব কররি তোরা এক জাতিকে একশ খান।

ক. লালন ‘জেতের ফাতা’ কোথায় বিকিয়েছেন?

১

খ. ‘জেতের কী রূপ, দেখলাম না এ নজরে’- একথাটি দ্বারা কবি কী বুজাতে চেয়েছেন?

২

গ. উদ্দীপকে ‘মানবধর্ম’ কবিতার কোন বিশেষ দিক উন্মোচিত হয়েছে, তা ব্যাখ্যা কর।

৩

ঘ. ‘জাতের ভেদাভেদ মানুষকে মানবধর্ম থেকে বিচ্যুত করে’- উদ্দীপক ও ‘মানবধর্ম’ কবিতার আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

৪

(ক) লালন ‘জেতের ফাতা’ সাত বাজারে বিকিয়েছেন।

(খ) মরমী কবি লালন শাহ্ মানুষকে এক জাতি হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তিনি দেখেছেন সবমানুষই এক সমান। তাই তিনি জগৎ সংসারে জাতের রূপ দেখেন নি।

লালন উদার মানবতাবাদে বিশ্বাসী। তিনি পৃথিবীতে কাউকে ছোট বা কাউকে বড় মনে করেন নি। তাঁর কাছে উঁচু-নিচু-ধনী-গরিব সব এক সমান। লালন নিজেকেও কোনো জাত বা ধর্মের লোক মনে করতেন না। তিনি মনে করতেন মানুষের সবচেয়ে বড় পরিচয় মনুষ্যত্ব। তাই লালন শাহ্ তাঁর দৃষ্টিতে জাতের রূপ দেখতে সক্ষম হন নি।

(গ) উদ্দীপক এবং ‘মানবধর্ম’ কবিতায় জাতের পরিচয় দিয়ে মানুষে মানুষে বিভেদ রচনার বিরুদ্ধে দৃঢ় বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। জাতপাতের বিরোধিতার দিক থেকে উভয় কবিতার ভাব অভিন্ন।

সব মানুষ একই রক্ত-মাংস দিয়ে তৈরি। আদি পিতা ও আদি মাতা হতেই এই পৃথিবীতে মানুষের বিস্তান ঘটেছে। পরবর্তীতে জাতের নামে সমাজে যে বিভেদ ছড়ানো হয়েছে তা মানুষেরই সৃষ্টি। উদ্দীপক ও ‘মানবধর্ম’ কবিতায় এই কথাই বলা হয়েছে।

উদ্দীপকে জাতের নামে মানুষের মধ্যে সৃষ্ট বিভেদের কুফল তুলে ধরা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে, একজন মানুষ আরেক জনকে ছুঁয়ে দিলে জাত যাবে এটা যুক্তিসঙ্গত নয়। কিছু মূর্খ মানুষ না বুঝে এই জাতের নামে সমাজকে একশ ভাগে ভাগ করেছে। ‘মানবধর্ম’ কবিতায়ও লালন শাহ্ বলতে চেয়েছেন, মানুষের প্রধান পরিচয় মনুষ্যত্ব। এর বাইরে মানুষের কোনো জাতের পরিচয় তিনি অনুধাবন করতে পারেন নি। লালন নিজেকেও জাত পরিচয়ের উর্ধ্বে রেখেছেন। উদ্দীপক ও ‘মানবধর্ম’ কবিতায় জাত-পাতের বাড়াবাড়ির অসারত্ব উন্মোচিত হয়েছে।

(ঘ) উদ্দীপক ও ‘মানবধর্ম’ কবিতার বক্তব্য একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, জাতের ভেদাভেদ মানুষকে মানবধর্ম থেকে বিচ্যুত করে।

‘মানবধর্ম’ কবিতার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো ধর্ম বা জাতিগত পরিচয়ের চেয়ে মানুষ পরিচয়টাই বড়। পৃথিবীতে আমরা মানুষকে আলাদা জাতি পরিচয় দিয়ে শনাক্ত করি। কেউ হিন্দু, কেউ মুসলিম, কেউ খ্রিস্টান। অথচ সবার মূল পরিচয় হওয়া উচিত মানুষ। তেমনি উদ্দীপকে বলা হয়েছে জাতের নামে সমাজে মানুষকে অপমানের মুখে পড়তে হচ্ছে।

জাতের নামে আমাদের সমাজে বিভেদের বীজ বপন করা হয়েছে যা মানুষের কাছ থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। জাতের নামে বিভেদ রচনার ক্ষেত্রে মানুষ তার বুদ্ধিকে কাজে লাগালে বুঝতে পারত এ সবই ঠুনকো। একজন মানুষ অনেক জনের হৃকোর জল বা ভাতের হাঁড়ি ছুঁয়ে দিলে তা অপবিত্র হয়ে যাবে একথা হাস্যকর। লালন শাহ্ তাঁর ‘মানবধর্ম’ কবিতায় জাত-পাতহীন মানুষের জয়গান ঘোষণা করেছেন।

জাতের ভেদাভেদ মানুষকে মানবধর্ম থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। একজন মানুষ যখন জাতের বড়াই করে তখন তার মধ্যে সংকীর্ণ চিন্তাধারার অনুপ্রবেশ ঘটে। লালন তাই তাঁর জাতের পরিচয় সাত বাজারে বিক্রি করে দিয়েছেন। পৃথিবীতে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় বিভেদ সৃষ্টি করে জাত-পাত নিয়ে বাড়াবাড়ি। উদ্দীপক ও ‘মানবধর্ম’ কবিতায় তাই এ কথা প্রমাণিত হয়েছে যে, জাতের ভেদাভেদ মানুষকে তার আসল মানবধর্ম থেকে বিচ্যুত করে।

৩। জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে
সে জাতির নাম মানুষ জাতি;
এক পৃথিবীর স্তন্যে লালিত
একই রবি শশী মোদের সাথী।
বাহিরের ছোপ আঁচড়ে সে লোপ
ভিতরের রং পলকে ফোটে
বামুন, শূদ্র, বৃহৎ, ক্ষুদ্র
কৃত্রিম ভেদ ধুলায় লোটে।

ক. ‘কূপজল’ অর্থ কী?	১
খ. জাতপাত নিয়ে বাড়াবাড়ি করা উচিত নয় কেন-ব্যাখ্যা কর।	২
গ. উদ্দীপক ও ‘মানবধর্ম’ কবিতায় মানুষের যে মিল পাওয়া যায় তা আলোচনা কর।	৩
ঘ. উদ্দীপক ও ‘মানবধর্ম’ কবিতায় যে ধর্মচর্চার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে তা মূল্যায়ন কর।	৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর :

- (ক) ‘কূপজল’ শব্দের অর্থ কুয়োর জল বা পানি।
- (খ) জাতপাত মানুষের আসল পরিচয় নয় তাই জাতপাত নিয়ে বাড়াবাড়ি না করাই উচিত।
এই পৃথিবীতে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ বাস করে, তাদের সকলেরই পরিচয় এক, সে হচ্ছে মানুষ। কারণ জাতপাত, বর্ণ, গোত্র ইত্যাদি মানুষের প্রকৃত পরিচয় নয়। মানুষের মধ্যে মনুষ্যধর্ম থাকলেই সে মানুষ হিসেবে পরিগণিত হয়। ধর্মীয় বা অন্য কোনো বিষয় তখন কাজে আসে না। এ পৃথিবীতে সকল মানুষ যেহেতু একই রক্ত-মাংসে গড়া, তাই জাতপাত নিয়ে বাড়াবাড়ি না করাই উচিত।
- (গ) উদ্দীপক ও ‘মানবধর্ম’ কবিতায় পৃথিবীর সকল মানুষকে এক জাতি বলা হয়েছে, মানুষের ধর্মীয় বা অন্য যেকোনো পরিচয় মূল্যহীন। এখানেই উদ্দীপক ও ‘মানবধর্ম’ কবিতার মিল পাওয়া যায়।
‘মানবধর্ম’ কবিতায় লালন ফকির মানুষের জাত-পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। কারণ পৃথিবীতে মানুষের কোনো ধর্মীয় বা অন্য কোনো পরিচয় নেই। তারা সবাই এক এবং এক রক্তমাংসের তৈরি।
উদ্দীপকে পৃথিবীর সকল মানুষকে এক জাতি হিসেবে দেখে মানুষ জাতি বলে পরিচয় দেওয়া হয়েছে। কারণ পৃথিবীর সকল মানুষ একই সূর্য, চাঁদের তাপ গ্রহণ করে বেঁচে আছে। ‘মানবধর্ম’ কবিতায় সাধক লালন শাহ্ ও পৃথিবীতে মানুষের কোনো জাত খুঁজে পান না। তিনি সকল মানুষকে এক জাতি হিসেবে বিবেচনা করেছেন। এখানেই উদ্দীপক ও ‘মানবধর্ম’ কবিতার মিল পাওয়া যায়।
- (ঘ) উদ্দীপক ও ‘মানবধর্ম’ কবিতায় যে ধর্মচর্চার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে তা হলো মানবধর্ম।
লালন শাহ্ মানবতাবাদী মরমি কবি। তিনি তাঁর ‘মানবধর্ম’ কবিতায় মানুষের জাতপাতের পরিচয়কে বড় করে না দেখে মনুষ্যধর্মকে বড় করে দেখেছেন।

উদ্দীপকের চরণগুলোতে মানুষ জাতির স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে। কারণ পৃথিবীর সকল মানুষ এক ও অভিন্ন, বাহ্যিক চেহারার মধ্যে পার্থক্য থাকলেও ভেতরের রং সকলেরই এক, তা হলো মনুষ্যধর্ম। ‘মানবধর্ম’ কবিতায় কবি সকল ধর্মকে পরিহার করে সেই মানুষ্যধর্ম চর্চার কথা বলেছেন। কারণ মনুষ্যধর্মই মানুষের প্রকৃত পরিচয়।

৪। জাতিতে জাতিতে ধর্মে নিশিদিন হিংসা ও বিদ্বেষ

মানুষে করিছে ক্ষুদ্র, বিষাইছে বিশ্বের আকাশ,
মানবতা মহ্য ধর্ম রোধ করি করিছে উল্লাস
বর্বরের হিংস্র নীতি, ঘৃণা দেয় বিকৃত নির্দেশ।
জাতি-ধর্ম-রাষ্ট্র ন্যায় সকলি যে মানুষের তরে
মানুষ সবার উর্ধ্বে-নহে কল্পি তাহার অধিক।

ক. লালন শাহ্ কী ধরনের কবি?

১

খ. ধর্ম নিয়ে মিথ্যা বাড়াবাড়ি করা উচিত নয় কেন? ব্যাখ্যা কর।

২

গ. উদ্দীপকটি ‘মানবধর্ম’ কবিতার সাথে কীভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর।

৩

ঘ. “উদ্দীপকের মূলভাব ‘মানবধর্ম’ কবিতার মূলভাবেরই প্রতিফলন।”-মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর :

(ক) লালন শাহ্ মানবতাবাদী মরমি কবি।

(খ) ধর্ম নিয়ে মিথ্যা বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়। কারণ ধর্ম মানুষের জন্য, মানুষ ধর্মের জন্য নয়। তাই ধর্ম দিয়ে মানুষকে পার্থক্য করা সমীচীন নয়।

‘মানবধর্ম’ কবিতায় কবি ও সাধক লালন শাহ্ পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মের, বর্ণের, জাতের যে মানুষ আছে তাদের সবাইকে এক ধর্ম তথা মানবধর্মের মানুষ হিসেবে তুলে ধরেছেন। তিনি মনে করেন, স্রষ্টা কাউকে পার্থক্য করে জন্মগ্রহণ করান না এবং মৃত্যুও দেন না। সবার জন্ম ও মৃত্যু রহস্য একই রকম। কাজেই জাতি-ধর্মের যে পার্থক্য তা মানুষের তৈরি। তাই ধর্ম নিয়ে মিথ্যা বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়।

(গ) উদ্দীপকটি ‘মানবধর্ম’ কবিতার সাথে মানবতাবোধের পরিচায়ক হিসেবে সাদৃশ্যপূর্ণ।

মানুষ শান্তিপ্রিয়। স্রষ্টাও মানুষের শান্তির জন্য তাঁর সাদসমূহ সমানভাবে বিলিয়ে দিয়েছেন। পৃথিবী জুড়ে একই চন্দ্র, সূর্য জোছনা ও আলো-তাপ ছড়াচ্ছে। একই বায়ু, পানি সবার জীবন-দান করছে। কিন্তু মানুষ তা গ্রহণের সময় ভিন্নভাবে ও ভিন্ন নামে গ্রহণ করে নিজেদের পার্থক্য সৃষ্টি করছে। ফলে তাদের মধ্যে হিংসাবিদ্বেষ, বৈষম্যবোধ জাগ্রহ হয়ে তাদেরকে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত করছে।

উদ্দীপকে পৃথিবীর সব মানুষ যে এক ও অভিন্ন জাতি, সেই বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মানুষে মানুষে হিংসাবিদ্বেষ ও বিভেদের মূল কারণ জাতিগত ও ধর্মীয় পার্থক্য। অথচ জাতি, ধর্ম ও দেশ-কালের উর্ধ্বে মানবতার স্থান। মানুষের সবচেয়ে

বড় ধর্ম হলো মানবতা। উদ্দীপকের এই ভাবধারার সাথে ‘মানবধর্ম’ কবিতার মূলভাব মিলে যায়। এখানে পৃথিবীর সকল সম্প্রদায়ের মানুষকে এক ধর্ম তথা মানবধর্মের পতাকাতলে নিয়ে আসার প্রত্যয় ব্যক্ত হয়েছে।

(ঘ) “উদ্দীপকের মূলভাব ‘মানবধর্ম’ কবিতার মূলভাবেরই প্রতিফলন।” মন্তব্যটি যথার্থ।

জগতে অশান্তির মূলে রয়েছে মানুষে মানুষে হিংসা-বিদ্বেষ বিষয় হচ্ছে ধর্ম। সেই সাথে আছে ধর্মানুসারীদের মিথ্যা অহমিকা, একের প্রতি অন্যের নীতি ও আদর্শের দ্বন্দ্ব। অথচ পৃথিবীর সব মানুষই এক জাতি, তা হলো মানুষ জাতি।

উদ্দীপকে বিশ্বমানবতার করুণ অবস্থাটি বর্ণনা করা হয়েছে। কারণ জাতিতে ধর্মের যে বিদ্বেষ ও হিংসা চলছে, তাতে পৃথিবীর শান্তির পরিবেশ আজ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। মানবতার জয়গান বন্ধ করে দিয়ে সেখানে মানবতা ধ্বংসের উল্লাসে মত্ত হয়ে উঠেছে বিভিন্ন ধর্মের, জাতি-গোত্রের আস্থাভাজনেরা। অথচ সত্য ও শান্তির জন্য অভিন্ন মানবধর্মই অতি উচ্চ ধর্ম। ‘মানবধর্ম’ কবিতাতেও উদ্দীপকের এই মহৎ ও মহান বোধটি প্রকাশ পেয়েছে। সেখানে পাত্রের কারণে জলের ভিন্ন ভিন্ন নাম ধারণের বিষয়টি দিয়ে তা স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে।

‘মানবধর্ম’ কবিতায় মানবতার জয়গান করা হয়েছে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ-গোত্রের নাগপাশ কাটিয়ে বিশ্বের সব মানুষ এক অভিন্ন জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেই সর্বময় শান্তি ও কল্যাণ নিশ্চিত হয়। জাতি, ধর্ম, গোত্র, শ্রেণিভেদে মানুষের মূল্যায়ন করা উচিত নয়। সব মানুষই সমান মর্যাদার অধিকারী। মানবধর্মের এ বাণীই সাধক কবি লালন শাহের। ‘মানবধর্ম’ কবিতার এই মূল ভাবই প্রকাশ পেয়েছে উদ্দীপকে। সেখানেও দেখানো হয়েছে মানবধর্মই বড় ধর্ম। জগতে মানুষের চেয়ে বড় কিছু নেই।

৫। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, ‘ধর্ম যখন বলে মুসলমানের সঙ্গে মৈত্রী করো, তখন কেনো তর্ক না করেই কথাটাকে মাথায় করে নেব। ধর্মের একথাটা আমার কাছে মহাসমুদ্রের মতোই নিত্য। কিন্তু ধর্ম যখন বলে ‘মুসলমানের ছোঁয়া অনুগ্রহণ করবে না’- তখন আমাকে প্রশ্ন করতেই হবে, ‘কেন করব না?’ একথাটা আমার কাছে ঘড়ার জলের মতো অনিত্য। তাকে রাখব কি ফেলব সেটার বিচার করব যুক্তির দ্বারা। দেবালয়ে যে পূজার্থী আগত হয়েছে তাকে সম্ভাষণ করো, যে মুসলমান সমাজে পড়ে উঠেছে তাকেও সম্ভাষণ করো।”

- | | |
|--|---|
| ক. লালন শাহ কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? | ১ |
| খ. ‘সব লোকে কয় লালন কী জাত সংসারে’- এ কথাটির অর্থ কী? | ২ |
| গ. উদ্দীপকের বক্তব্যের সাথে ‘মানবধর্ম’ কবিতার ভাবের সাদৃশ্য বিচার কর। | ৩ |
| ঘ. ‘উদ্দীপকের রক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ‘মানবধর্ম’ কবিতার রচয়িতা লালন শাহ-র চিন্তাধারা এক ও অভিন্ন’ এই মন্তব্যটি বিচার কর। | ৪ |

৫ নং প্রশ্নের উত্তর :

(ক) লালন শাহ বিনাইদহ মতান্তরে কুষ্টিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন।

(খ) মানুষের একটা সাধারণ প্রবণতা হলো তারা জাত পরিচয় দিয়ে মানুষকে সনাক্ত করতে চায়। ‘সব লোকে কয় লালন কী জাত সংসারে’ কথাটি দ্বারা লেখক সেদিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

মানুষ লালনকে তাঁর জাত পরিচয় জিজ্ঞেস করে। তাঁর জাত পরিচয় নিয়ে তাদরে অনেক কৌতুহল। অনেকে মনে করেন, লালন হিন্দুর ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। সাধক লালন হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের শাস্ত্র সম্পর্কে অনেক জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি আরেক বিখ্যাত সাধক সিরাজ সাইয়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সব ধর্মের মানুষকেই তিনি সমান মর্যাদাবান মনে করেন। তাই সবার মনে প্রশ্ন জাগে লালন আসলে কোন ধর্ম বা জাতের অনুসারী।

(গ) উদ্দীপকের বক্তব্যের সাথে ‘মানবধর্ম’ কবিতায় বর্ণিত ভাবের অনেকখানি সাদৃশ্য।

উদ্দীপকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ধর্মের ভালো উপাদনগুলোকে কাজে লাগানো উচিত। ধর্ম যখন হিন্দু-মুসলমানের মিলনের কথা বলে তখন আমরা তাকে স্বাগত জানাব। কিন্তু ধর্ম যদি বলে অপর ধর্মের মানুষের ছোঁয়া অনুগ্রহ করা যাবে না, তখন তাকে আমরা নুতন করে যুক্তির দ্বারা বিচার করব। কারণ ধর্ম তো মানুষের মিলনের কথা বলবে, বিভেদের বিষ ছড়াবে না। ‘মানবধর্ম’ কবিতার কবি লালন শাহ ও জাতের বিভেদের ঘোর বিরোধী।

উদ্দীপকের বক্তব্যেরই প্রতিফলন ঘটেছে ‘মানবধর্ম’ কবিতায়। লালন শাহ জাতের পরিচয়ের আলাদা কোনো মর্ম খুঁজে পান নি। তাই তিনি সিদ্ধান্তে এসেছেন মানুষের বাহ্যিক জাতের পরিচয় মোটেই মুখ্য নয়। জন্ম মৃত্যুর সময় সকল মানুষই সমান। জলকে যেমন এক স্থানে রাখলে একরকম নাম হয়, তেমনি মানুষকেও আলাদা জাতের চিহ্ন দিয়ে পৃথক পরিচয় নির্ধারণ কর হয়। অথচ বাস্তব সত্য হলো সব জল যেমন এক উৎস থেকে এসেছে, তেমনি সব মানুষও এক পরিচয়ে জন্মগ্রহণ করেছে। এভাবে আমরা দেখি, জাতের উর্ধ্বে মানুষকে মানুষরূপে দেখার দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে উদ্দীপক ও ‘মানবধর্ম’ সাদৃশ্য আছে।

(ঘ) উদ্দীপক ও ‘মানবধর্ম’ কবিতার বিশদ বিশ্লেষণ করে আমরা বুঝতে সক্ষম হই যে, উদ্দীপকের বক্তা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ‘মানবধর্ম’ কবিতার রচয়িতা লালন শাহর চিন্তাধারা এক ও অভিন্ন।

উদ্দীপকে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা হলো ধর্মের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিকে কাজে লাগাতে হবে। নেতিবাচক আচার বিশ্বাসকে যুক্তির দ্বারা পরিশুদ্ধ করতে হবে। ধর্ম যখন বলে হিন্দু-মুসলমানের মৈত্রী গঠন করা দরকার, তখন তা মাহাসমুদ্রের মতোই স্পষ্ট ও সত্য। তেমনি আমাদের ভাবতে হবে, মুসলমানের স্পর্শ করা খাবার হিন্দুর খাওয়ার মধ্যে কোন অধর্ম হতে পারে না। প্রত্যেক ধর্মের লোকই সমান। পূজারী হিন্দু ও মুসলমানের কোনো পার্থক্য নেই। কারণ তারা উভয়ই ধর্মীয় কাজে অংশগ্রহণ করেছে।

‘মানবধর্ম’ কবিতার কবি লালন শাহ ও জগতের সব মানুষকে সমান বলে বিবেচনা করেছেন। আলাদা জাতের পরিচয়ের কোনো গুরুত্ব নেই। মানুষ জন্মের সময় কোনো জাতের চিহ্ন হয়ে আসে না, তেমনি মৃত্যুতেও বাহ্যিক জাতের পরিচয় বিলীন হয়ে যায়। তাই জাত নয়, মানুষের আসল পরিচয় মনুষ্যত্ব।

উদ্দীপকের বক্তা রবীন্দ্রনাথ ও ‘মানবধর্ম’ কবিতার কবি মানুষের স্বরূপ উপলব্ধিকরতে সক্ষম হয়েছেন। তাই তাদের কাছে মানুষের প্রধান পরিচয় তার স্বভাব ও চরিত্র জাতের পরিচয় দিয়ে কাউকে বড় আর কাউকে ছোট করা তাদের দৃষ্টিতে মানবতার অপমান। মানুষ সম্পর্কে তাদের উভয়ের চিন্তাধারা এক ও অভিন্ন।

কী জাত হবা যাবার কালে
সে কথা ভেবে বলো না।

- ক. লালন কোথায় মৃত্যুবরণ করেন? ১
- খ. ‘মূলে এক জল, সে যে ভিন্ন নয়’-চরণটিতে কী বোঝানো হয়েছে? ২
- গ. উদ্দীপকটির বক্তব্যের সঙ্গে ‘মানবধর্ম’ কবিতার মূল চেতনার কতটুকু মিল আছে ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. ‘পৃথিবীতে আসা-যাওয়ার কালে জাত এক।’-উক্তিটি উদ্দীপক ও ‘মানবধর্ম’ কবিতার আলোকে পর্যালোচনা কর। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর :

(ক) লালন কুষ্টিয়ায় ছেউড়িয়ায় মৃত্যুবরণ করেন।

(খ) সব জলের উৎস এক ও অভিন্ন যদিও স্থানভেদে তার ভিন্ন ভিন্ন পরিচয় হয়। তেমনি সব মানুষই এক, যদিও তার জাত-পাত আলাদা রকম হয়।

সব জলেরই উৎপত্তি মেঘ থেকে। সেই জল সাধারণ কুয়োর মধ্যে থাকলে আমরা বলি কুয়োর জল। এই জলকে আমরা আলাদা স্থানের চোখে দেখি না। আবার গঙ্গার জলকে হিন্দুরা খুব পবিত্র মনে করে। অথচ আদিতে কুয়োর জল ও গঙ্গার জল একই উৎস থেকে এসেছে। তেমনি মানুষও ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে জন্ম নিয়ে আলাদা আলাদা জাতের পরিচয়ে বিভক্ত হয়। অথচ সব মানুষই একই পরিচয়ে পৃথিবীতে এসেছে।

(গ) ‘মানবধর্ম’ কবিতার মূল চেতনার সাথে উদ্দীপকটির বক্তব্যের অনেকখানি মিল লক্ষ করা যায়।

মনুষ্যত্ববোধই মানুষের শেষ কথা। জাত-পাত দিয়ে অযথা বিভেদ সৃষ্টি করা ঠিক নয়। আদিতে পৃথিবীতে কোনো জাতি ভেদ প্রথা ছিল না। কিছু মানুষ নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য এই জাত-পাতের প্রচলন করেছেন।

উদ্দীপকে মানবজীবনের স্বরূপ অনুসন্ধান করে বলা হয়েছে, এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করার সময় কোনো শিশুর গায়ে জাতের চিহ্ন থাকে না। তেমনি এই পৃথিবী থেকে শেষ বিদায়ের সময়ও কেউ জাতের চিহ্ন বহন করে না। একইভাবে ‘মানবধর্ম’ কবিতায়ও বলা হয়েছে, এই পৃথিবীতে মানুষ আলাদা আলাদা জাতের চিহ্ন বহন করে। যেমনঃ মুসলমানদের থাকে তসবি, হিন্দুদের থাকে মালা। অথচ জন্মের সময়তো কেউ তসবি বা মালা নিয়ে জন্ম নেয় নি। তেমনি মৃত্যুতে আলাদা জাতের চিহ্ন বিলীন হয়ে যাবে। উদ্দীপক ও ‘মানবধর্ম’ কবিতার বক্তব্য বিচারে এটা পরিষ্কারয়ে, উভয়ের মধ্যে চেতনাগত মিল বিদ্যমান।

(ঘ) উদ্দীপক ও ‘মানবধর্ম’ কবিতার বক্তব্য বিচারে এটা যথার্থ যে, পৃথিবীতে আসা-যাওয়ার কালে জাত এক ও অভিন্ন।

পৃথিবীতে মানুষ আলাদা জাত-পাতের পরিচয় বহন করে। অনেকে তাদের আলাদা জাতের পরিচয় নিয়ে গর্ববোধ করে। কবি লালন শাহর মতে, এই জাতের বিভেদ অর্থহীন ও কৃত্রিম। মানুষের জন্ম ও মৃত্যুর মুহূর্তও এই কথাই মনে করিয়ে দেয়।

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। মানুষের মর্যাদা জাত-পাত থেকে অনেক বড়। উদ্দীপকে মানুষের সেই মর্যাদার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলা হয়েছে এই পৃথিবীতে মানবশিশু মানুষ পরিচয় নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। কোনো শিশুকে দেখলে বুঝা যায় না তার জাত-পাতের পরিচয় কী। তেমনি মৃত্যুর পর চিরবিদায়ের মুহূর্তেও সে থাকে জাত-পাতের উর্ধ্বে। মৃত্যু সব মানুষকে এক

কাতারে নিয়ে আসে। ‘মানবধর্ম’ কবিতায়ও একথা বলা হয়েছে যে, জাত-পাতের চেয়ে মানবধর্মই বড়। এই পৃথিবীতে বিভিন্ন জাত ধর্মের মানুষ যে আলাদা আলাদা পরিচয় বহন করে তা অত্যন্ত ঠুনকো। জন্মের সময় যেমন মানুষের কোনো আলাদা পরিচয় চিহ্ন ছিল না তেমনি মৃত্যুতেও ঘুচে যাবে সব বিভেদ।

উদ্দীপক ও ‘মানবধর্ম’ কবিতায় মানুষের স্বরূপ অনুসন্ধান করা হয়েছে। উভয় কবিতাংশের মূলকথা মানুষের আসল পরিচয় উন্মোচন করা। জাতপাত দিয়ে মানুষে মানুষে যে বিভক্তি রচনা করা হয় তা সঠিক নয়। পৃথিবীর সবমানুষই এক সমান যে রকম তারা একই পরিচয়ে জন্ম নেয় ও মৃত্যুবরণ করে।

৭। ১. শুনহে মানুষ ভাই

সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।

২. কালো আর ধলো বাহিরে কেবল

ভিতরে সবার সমান রাঙা।

ক. লোক গৌরব করে কি নিয়ে?

১

খ. গঙ্গাজল ও কূপজল ভিন্ন নয় কেন?

২

গ. উদ্দীপকের ২য় স্তবকটিতে বর্ণভেদ প্রথার বিরুদ্ধে যে বাণী উচ্চারিত হয়েছে তা ‘মানবধর্ম’ কবিতায় কতখানি প্রতিফলিত হয়েছে বিশ্লেষণ কর।

৩

ঘ. ‘উদ্দীপকের স্তবক দুটির সাথে ‘মানবধর্ম’ কবিতার মূল বক্তব্য সাদৃশ্যপূর্ণ,- মূল্যায়ন কর।

৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর :

(ক) লোক গৌরব করে জাত নিয়ে।

(খ) গঙ্গাজল ও কূপজল ভিন্ন নয় কারণ আধার ভিন্ন হলেও উভয়েই একই বস্তু।

জল যদি গর্তে থাকে তখন তাকে কূপজল বলা হয় আবার সেই জলই যদি গঙ্গা নদীতে থাকে তাকে গঙ্গাজল বলা হয়। উভয়ক্ষেত্রেই জল একই কিন্তু তাদের স্থান ভিন্ন।

(গ) উদ্দীপকের ২য় স্তবকটিতে বর্ণভেদ প্রথার বিরুদ্ধে যে বাণী উচ্চারিত হয়েছে তা ‘মানবধর্ম’ কবিতায় ও প্রতিফলিত হয়েছে। মানুষের প্রধান পরিচয় এই যে সে ‘মানুষ’। জাত বা বর্ণ দ্বারা তার পার্থক্য করা উচিত নয়। উদ্দীপকেও এটির আভাস দেয়া হয়েছে।

বর্ণের ক্ষেত্রে কেউ কালো আবার কেউ বা ফর্সা। কিন্তু সবার ভেতরেই প্রবাহিত হচ্ছে লাল রঙের রক্ত। বর্ণভেদ এখানে কোনো পার্থক্য সৃষ্টি করে না। অন্যদিকে, ‘মানবধর্ম’ কবিতায় বলা হয়েছে, মালা বা তসবি দিয়ে কোনো জাত বোঝালেও আসলে দুই জাতের ক্ষেত্রেই এটি সত্য যে তারা ‘মানুষ’। জাত বা ধর্মভেদ এই সত্যের কোনো পার্থক্য সৃষ্টি করে না। সুতরাং বলা যায় যে, উদ্দীপকে বর্ণভেদ প্রথার বিরুদ্ধে যে বাণী উচ্চারিত হয়েছে তা ‘মানবধর্ম’ কবিতায় সম্পূর্ণ প্রতিফলিত।

(ঘ) উদ্দীপকের স্তবক দুটির সাথে ‘মানবধর্ম’ কবিতার মূল বক্তব্য সাদৃশ্যপূর্ণ উক্তিটি যথার্থ।

মানুষকে সকল কিছুর উর্ধ্বে বিবেচনা করার দিক দিয়েই উদ্দীপক ও কবিতাটি সাদৃশ্যপূর্ণ।

উদ্দীপকের স্তবক দুটিতে সকল রকম ভেদাভেদের ওপরে মানুষকে স্থান দেওয়া হয়েছে। এদিকে ‘মানবধর্ম’ কবিতায়ও জাত-পরিচয়ের উর্ধ্বে মানুষকে বিবেচনা করা হয়েছে। জাত ও ধর্ম বেদে মানুষের ভিন্নতার কথা অস্বীকার করা হয়েছে এখানে।

উদ্দীপকের স্তবক দুটি ও ‘মানবধর্ম’ কবিতার মূল বক্তব্য সাদৃশ্য এই অর্থে যে, দুটি ক্ষেত্রেই সকল বৈষম্যকে দূরে রেখে মানুষের জয়গান করা হয়েছে। বড় করে দেখা হয়েছে মানুষধর্মকে। ধর্ম বা বর্ণ ভেদে মানুষের মূল স্বরূপ যে ভিন্ন নয় তাও প্রকাশ পেয়েছে দুটি ক্ষেত্রে।

৮। ১৯৪৬ সালের ১০ই অক্টোবর নোয়াখালীতে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধে। সেদিন আগুন লাগিয়ে গ্রামের পর গ্রাম পোড়ানো হয় এবং ব্যাপক লুটপাট, নরহত্যা ও নারী নির্যাতন সংঘটিত হয়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা রোধ করার জন্য মানুষকে বোঝাতে মাহাত্মা গান্ধী অসুস্থ শরীর নিয়ে নোয়াখালীতে আসেন। তিনি সব জাতি, ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষকে হিংসাবিদ্বেষ ভুলে ‘অহিংস ধর্ম’ পালনের অনুরোধ জানান।

- ক. লালন শাহ কোন ধরনের কবি? ১
- খ. লালন শাহ জাতকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন না কেন? ২
- গ. উদ্দীপকের ‘অহিংস ধর্ম’ কথাটি ‘মানবধর্ম’ কবিতায় বর্ণিত ‘মানবধর্মের’ সঙ্গে কতটুকু সাদৃশ্যপূর্ণ, ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. ‘উদ্দীপকের মাহাত্মা গান্ধী এবং ‘মানবধর্ম’ কবিতার লালন শাহ একই মানবচেতনায় বিশ্বাস করেন।’-উক্তিটির যথার্থতা বিচার কর। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর :

(ক) লালন শাহ মানবতাবাদী মরমি কবি।

(খ) জাতের চেয়ে মনুষ্যধর্ম বড় বলে লালন শাহ জাতকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন না।
লালন হিন্দু-মুসলমানের ধর্মীয় শাস্ত্র সম্পর্কে যে গভীর জ্ঞান লাভ করেন, সেই জ্ঞানের সাথে নিজের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির মিলনে ‘মানবধর্ম’ নামে এক নুতন দর্শন প্রচার করেন। দর্শনে জাতের চেয়ে মনুষ্যধর্ম বা মানবিকতা বড়। তাই তিনি জাত-পরিচয়কে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন না।

(গ) উদ্দীপকের ‘অহিংস ধর্ম’ কথাটি ‘মানবধর্ম’ কবিতায় বর্ণিত ‘মানবধর্ম’ চেতনার সঙ্গে পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ।
উদ্দীপকে ১৯৪৬ সালের ১০ই অক্টোবর নোয়াখালীতে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সংঘটিত ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কথা বলা হয়েছে। এই দাঙ্গা দীর্ঘদিন ধরে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে গড়ে ওঠা সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্বকে ধুলিসাৎ করে দেয়। মাহাত্মা গান্ধী নোয়াখালীতে এসে হিন্দু-মুসলমান সবাইকে জাতিগত হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে ‘অহিংস ধর্ম’ পালনের আহবান জানান।

মরমি কবি লালন শাহ তাঁর ‘মানবধর্ম’ কবিতায় জাত-পাত ও ধর্মের বিভেদ ভুলে সবাইকে ‘মানবধর্ম’ পালনে উৎসাহিত করেন। এই কবিতার মধ্য দিয়ে লালন শাহ মানুষের মানবিক পরিচয় সম্পর্কে সবাইকে সচেতন করার চেষ্টা করেছেন। তিনি বোঝাতে চেয়েছেন ‘মনুষ্যধর্ম’ই মানুষের সবচেয়ে বড় ধর্ম। এজন্য মানুষ যখন তার জাত পরিচয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, তখন তিনি বলেন, জাত বলতে কোনো কিছুই অস্তিত্ব সম্পর্কে তিনি সন্দেহান। এজন্যে জাত-পাতের বিশ্বাসকে তিনি

‘সাত বাজারে’ বিক্রি করে দিয়েছেন। তাঁর কাছে মানুষের সবচেয়ে বড় পরিচয় তার মনুষ্যত্ব। আর এটাই মানবধর্ম। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, উদ্দীপকের ‘অহিংস ধর্ম’ লালনের ‘মানবধর্মের’ সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

(ঘ) উদ্দীপকের মহাত্মা গান্ধী এবং ‘মানবধর্ম’ কবিতার লালন শাহ্ একই মানবচেতনায় বিশ্বাস করেন। এই উক্তিটি যথার্থ।
উদ্দীপকে আমরা দেখি, নোয়াখালীতে সৃষ্ট সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দীর্ঘদিন ধরে গড়ে ওঠা হিন্দু ও মুসলমানের ভ্রাতৃত্ব, সৌহার্দ্য ও হৃদয়তাকে এক নিমিষে বিনাশ করে দেয়। তারা মানবিক চেতনা ভুলে গিয়ে সহিংসতা ও লুটপাটে মেতে ওঠে। মহাত্মা গান্ধী নোয়াখালীতে এসে এই ভ্রাতৃঘাতী সংঘাত থামানোর জন্য দু পক্ষকে আহবান জানান। তিনি তাদের অহিংস ধর্ম পালনের অনুরোধ করেন। অহিংস ধর্মের মূলকথা হলো সব মানুষই ভাই ভাই। শুধু ভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসী হওয়ার কারণে কাউকে হিংসা করা যাবে না।

‘মানবধর্ম’ কবিতায় লালন শাহ্ ও জাতপাতের বিভেদ ভুলে মনুষ্যত্বের জয়গান গেয়েছেন। তিনি বলেছেন, মানুষের জাতের পরিচয় মোটেও গুরুত্বপূর্ণ নয়। এমনকি লোকে যখন তাঁকে তাঁর জাত পরিচয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, তখন তিনি এর উত্তর দিতে আগ্রহবোধ করেন না। কারণ তিনি জাতের কী রূপ তা কখনো দেখে নি। পৃথিবীতে মানুষ একই ধরনের মানবসত্তান হিসেবে পৃথিবীতে এসেছে, আবার একই রূপে পৃথিবী থেকে বিদায় নেবে।

উদ্দীপকের মহাত্মা গান্ধী ও ‘মানবধর্ম’ কবিতার লালন শাহ্ মানুষের জাত পরিচয় প্রশ্নে একই চেতনায় বিশ্বাসী। তাঁরা জাতপাতের উর্ধ্বে মানুষের মানবধর্মের কথা বলেছেন। মানুষ যদি মনুষ্যত্ববোধে বিশ্বাস করে তবে তারা হবে অহিংস মানব। অহিংস মানুষের পক্ষে কখনো অন্য জাত বা ধর্মের মানুষের ক্ষতি করা সম্ভব নয়।

৯। বাহিরে ছোপ আঁচড়ে সে লোপ
ভিতরের রং পলকে ফোটে,
বামুন, শূদ্র, বৃহৎ, ক্ষুদ্র
কৃত্রিম ভেদ ধুলায় লোটে।
বংশে বংশে নাহিকো তফাত
বনেদি কে আর গর-বনেদি,
দুনিয়ার সাথে গাঁথা বুনিয়াদ
দুনিয়া সবারি জনম-বেদি।

- ক. লালন শাহ্ কোথায় মৃত্যুবরণ করেন? ১
- খ. “ভিন্ন জানায় প্রাত-অনুসারে।” কীভাবে? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. উদ্দীপকটি ‘মানবধর্ম’ কবিতার সাথে কীভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. “উদ্দীপক ও ‘মানবধর্ম’ কবিতায় সাম্প্রদায়িক পরিচিতির চেয়ে মানুষ হিসেবে পরিচয়টাই বড় হয়ে উঠেছে।” মন্তব্যটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

- (ক) লালন শাহ্ কুষ্টিয়ায় ছেউরিয়ায় মৃত্যুবরণ করেন।
- (খ) ‘ভিন্ন জানায় প্রাত-অনুসারে’- বলতে জলের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান অনুসারে নামকরণের মতো মানুষের জাতিভেদে নামকরণ এবং স্রষ্টার নামের পার্থক্যকে বুঝানো হয়েছে।

লালন শাহ্ মানবতাবাদী মরমি সাধক। তিনি নিজেকে জানার ও বুঝার মধ্যে দিয়ে স্রষ্টাকে জানতে চেয়েছেন। তাঁর ধর্ম মানবধর্ম। তাঁর কাছে মুসলমানের আল্লাহ, হিন্দুর ভগবান, খ্রিস্টানের ঈশ্বর বলতে আলাদা আলাদা কোনোকিছু নেই। এই বিষয়টিকে তিনি পাত্রনুসারে জলের নাকমরণের সাথে তুলনা করেছেন। এখানে পাত্র সত্য নয়, জল সত্য। জল গর্তে গেলে কূপজল আর গঙ্গায় গেলে গঙ্গাজল নাম ধারণ করে। আসলে জল কিন্তু একই বস্তু। তেমনি ধর্ম যা-ই হোক, তার মূল পরিচয় মানুষ।

(গ) উদ্দীপকটি ‘মানবধর্ম’ কবিতার সাথে জাতিভেদের বিষয়ের দিক থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ।

সব মানুষ স্রষ্টার সৃষ্টি। মানুষে মানুষে যে পার্থক্য, জাতিভেদ, শ্রেণিবৈষম্য দেখা যায় তা মানুষের তৈরি, স্রষ্টার নয়। স্রষ্টা যে সব মানুষকে সমান করে দেখেন তার প্রমাণ একই চন্দ্রসূর্যের আলো, একই জল, একই বায়ু। একই রকম ফুল-ফল মাটি থেকে উৎপাদন। তা না হলে জাতিভেদে তার পার্থক্য হতো একাধিক চন্দ্র-সূর্য হতো, পৃথিবীর পরিবেশ হতো বিশৃঙ্খলাপূর্ণ।

উদ্দীপকে মানুষের বাইরের রূপের ভিন্নতা ঘুচে, এক মানুষের অস্তিত্ব প্রমাণ হয়ে বাইরের ভিন্নতা ঘুচে, এক মানুষের অস্তিত্ব প্রমাণ হয় বাইরের সাদা-কালো চামড়াটা সরালেই। কেননা বাইরের রঙে পার্থক্য চোখে পড়লেও তাদের শরীরে একই রকম লাল রক্ত প্রবাহিত। সেখানে জাতিভেদ লেখা নেই বংশের তফাত নেই। কারণ জন্ম ও মৃত্যু রহস্য সবারই এক। এই সত্যটিই ‘মানবধর্ম’ কবিতায় ফুটে উঠেছে। লালন বলেছেন- জাত তার কাছে গুরুত্বের বিষয় নয়, মনুষ্য ধর্মই তার কাছে মূলকথা।

(ঘ) “উদ্দীপক ও ‘মানবধর্ম’ কবিতায় সম্প্রদায়গত পরিচিতির চেয়ে মানুষ হিসেবে পরিচয়টাই বড় হয়ে উঠেছে।” মন্তব্যটি যথার্থ।

সব মানুষ একই স্রষ্টার সৃষ্টি। তাতে ধর্মের, বর্ণের, জাতির যে পার্থক্য করা হয়, তা পার্থক্যই, সত্য নয়। ‘মানবধর্ম’ এ সমস্ত ধর্ম-বর্ণ ও জাতিভেদের গন্ডির উর্ধ্বে। জগতে যারা সত্য ও সুন্দরের বাণী প্রচার করেছেন তাঁরা কেউ জাত-ধর্ম, বর্ণ দিয়ে মানুষে মানুষে বিভেদ ও পার্থক্য সৃষ্টি করেন নি। তাঁরা স্রষ্টার সৃষ্টি সকল মানুষের সমান কল্যাণ কামনা করেছেন। উদ্দীপকে মানুষের বাইরের আবরণ এবং বর্ণভেদ ও শ্রেণিবৈষম্যের অন্তঃসারশূন্যতাকে তুলে ধরা হয়েছে। সারা পৃথিবীতে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র পরিচয়ের উর্ধ্বে যে সমগ্র মানবসমাজ, সেই সত্যটিই উদ্দীপকে ফুটে উঠেছে। উদ্দীপকের এই সত্যটির সাথে ‘মানবধর্ম’ কবিতার সম্প্রদায়গত সাদৃশ্য আছে। ‘মানবধর্ম’ কবিতাতে ধর্ম বা সম্প্রদায়গত পরিচিতির চেয়ে মানুষ হিসেবে পরিচয়টিকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

মরমি সাধক লালন শাহ্ নিজের সাধনজ্ঞান ও উপলব্ধির সাথে মিলিয়ে এক নতুন দর্শন প্রচার করেন। গানের মধ্য দিয়ে তার সে দর্শনের প্রকাশ ঘটে। তিনি বলেন যে, মনুষ্য দর্শনই মূলকথা। এছাড়া অন্য যত ধর্ম মত, পথ আছে তা অসম্পূর্ণ ও কৃত্রিম। তাতে এক ধর্মের জন্য অন্য ধর্মের মানুষের উপর অন্যায় নির্যাতন, হত্যা চালানো হয়। নানা রকম বিশৃঙ্খলা নেই। তেমনি মানবধর্মেও কোনো বিভেদ-বিদ্বেষ নেই। উদ্দীপকেও এই বিষয়টি ফুটে উঠেছে। পৃথিবীতে বাইরের চেহারায় মানুষের মধ্যে সাদা-কালো ব্যবধান থাকলেও সব মানুষের ভিতরের রং এক ও অভিন্ন। কাজেই উভয় ক্ষেত্রেই অসাম্প্রদায়িক চেতনাটি প্রকাশ পেয়েছে।

১। মানবধর্ম কবিতার লেখক কে?

উত্তরঃ লালনশাহ

২। লালন শাহকে কী কবি বলা হয়?

উত্তরঃ মানবতাবাদী মরমি কবি

৩। লালন শাহ কার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন?

উত্তরঃ সিরাজ শাহর

৪। কে ফকির উপাধি হিসেবে পরিচিত লাভ করেছেন?

উত্তরঃ ফকির লালন

৫। ফকির শাহ কীভাবে মাধ্যমে দর্শন প্রকাশ করেন?

উত্তরঃ গানের মাধ্যমে

৬। ‘অধ্যাত্মভাব’ কার গানের বিশেষ বৈশিষ্ট্য?

উত্তরঃ লালন ফকিরের

৭। লালন শাহ জন্ম গ্রহণ করেন কত সালে?

উত্তরঃ ১৭৭২ সালে

৮। লালন শাহ কোন গ্রামে মৃত্যু বরণ করেন?

উত্তরঃ ছেউরিয়ার

৯। ১৭ই অক্টোবর কত সালে মৃত্যু বরণ করেন?

উত্তরঃ ১৮৯০ সালে

১০। ‘জেতের’ অর্থ কী?

উত্তরঃ জাতের

১১। ‘কূপজল’ এর শাব্দিক অর্থ কী?

উত্তরঃ কুয়োর পানি

১২। ‘সব লোক কয় লালন কী জাত সংসারে’ এটি একটি কী?

উত্তরঃ গান

১৩। ‘সব লোকে কয় লালন কী জাত সংসারে’ গানটি কী হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে?

উত্তরঃ মানবধর্ম হিসেবে

অনুধাবনমূলক প্রশ্নের উত্তর :

১। মানবধর্ম কবিতায় জেতের ফাতা বলতে কী বোঝায়?

উত্তরঃ জেতের ফাতা বলতে জাত বা ধর্মের বৈশিষ্ট্য বোঝানো হয়।

জেতের মানে জাতের। এখানে জাতি বা ধর্মকে বোঝানো হয়েছে। প্রত্যেকে জাতি বা ধর্মই কিছু বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে। কিন্তু লালন নিজে এসবের উর্ধ্বে এবং মানুষেরও তেমনটাই হওয়া কাম্য বলে তিনি মনে করেন। যার কারণে জাতের ফাতা কথাটির অবতারণা হয়েছে।

২। লালন জলকে কীভাবে চিহ্নিত করেছেন?

উত্তরঃ স্থানভেদে জলের ভিন্নতা থাকলেও জলে উৎস এক ও অভিন্ন। জল গর্তে থাকলে সেটি কুয়োর পানি হয় এবং গঙ্গা নদীতে পড়লে তা হয়ে যায় গঙ্গার পবিত্র জল। গঙ্গার জল হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের জন্য পবিত্র। কিন্তু প্রাপ্তিস্থান ভিন্ন হলেও সব জলের উৎস একই। একইভাবে মানুষেরও একটাই পরিচয় তারামানবজাতি।

৩। গর্তে গেলে কুপ জল কয় কথাটি দিয়ে কী বুঝানো হয়েছে।

উত্তরঃ জলের অবস্থান যেখানেই হোক না কেন সে জলই থাকে এ কথা বোঝাতেই হয়েছে।

প্রতিটি জিনিসের প্রকৃত পরিচয় তার নিজ সত্তায়। তা সে যেখানেই অবস্থান করুক না তার মৌলিকত্ব সে কখনো হারায় না। হয়তো তার ভিন্ন ভিন্ন নাম হতে পারে কিন্তু মূলে সে এক। জল ও পাত্র অনুসারে ভিন্ন ভিন্নরূপ ধারণকরতে পারে কিন্তু তার মূল পরিচয় সে জল।

৪। লালন শাহ মানবতাবাদী মরমি কবি ব্যাখ্যা কর।

উত্তরঃ লালন শাহ সারাজীবন মানবতাকেই মানুষের শ্রেষ্ঠধর্ম বলে জ্ঞান করেছেন তাই তিনি হয়ে উঠেছেন মানবতাবাদী মরমি কবি। লালন শাহ মনে করেন সমাজের জাত পাত ও ধর্মবিশ্বাস মানুষের মধ্যে সুক্ষ্ম এক বিভেদ সৃষ্টি করে। তাই মানুষকে তিনি জাত ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন। মানুষের প্রধান ধর্ম মনুষ্যত্ব এ সত্যকেই সারাজীবন লালন তার অন্তরে ধারণ করেছেন। তাই তিনি হয়ে উঠেছেন মানবতাবাদী মরমি কবি।

৫। লালন কয় জেতের কীরূপ দেখলাম না এ নজরে উক্তিটি বুঝিয়ে লিখ।

উত্তরঃ লালন শাহ তার বিচক্ষণতা দিয়েও জাতভেদের প্রকৃত কারণ উদ্ঘাটন করতে পারেন নি। প্রশ্নে উল্লিখিত উক্তিটির মধ্য দিয়ে তিনি সে বিষয়টিকেই স্পষ্ট করেছেন।

অনুসারী করে পাঠান নি। তিনি মানুষকে মানুষ হিসেবেই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। কিন্তু পৃথিবীতে জন্মলাভ করার পর মানুষ নানা ধর্ম ও জাত নিয়ে বড় হয়। এ কারণে তাদের মধ্যে ভেদাভেদও জন্ম নেয়। লালনের কাছে কৃত্রিম ও জাতভেদের সম্পূর্ণ অর্থহীন। তাই স্বচক্ষে তিনি জাতের কোনো রূপ খুঁজে পান না।

৬। লালন কেন জাতকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে না?

উত্তরঃ জাতের চেয়ে মনুষ্যধর্ম বড় বলে লালন শাহ জাতকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন না।

লালন হিন্দু মুসলমানে ধর্মীশাস্ত্র সম্পর্কে সে গভীর জ্ঞান লাভ করেন। সেই জ্ঞানের সাথে নিজের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির মিলনে মানবধর্ম নামে এক নতুন দর্শন প্রচার করেন। দর্শনে জাতের চেয়ে মনুষ্যধর্ম বা মানবিকতা বড়। তাই তিনি জাত পরিচয়কে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন না।

৭। কেউ মালা কেউ তসবিগলায় বলতেলালন কী বুঝিয়েছেন। ব্যাখ্যা কর।

উত্তরঃ কেউ মালা কেউ তসবি গলায় বলতে লালন মানুষের ধর্মের পার্থক্যকে বুঝিয়েছেন।

হিন্দুধর্ম অনুসারীরা সাধারণত ভগবানের নাম জপ করার ক্ষেত্রে মালা ব্যবহার করেন। এবং এ মালা তারা গলায় বুলিয়ে রাখেন। আবার মুসলমানরা খোদার নাম জপ করতে তসবি ব্যবহার করেন। অর্থাৎ আলোচ্য লাইনে লালন হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম অনুসারীদেরকে বুঝিয়েছেন।

৮। কুপজল ও গঙ্গাজল কীভাবে অভিন্ন সত্তা? বুঝিয়ে লেখ।

উত্তরঃ মূল এক জল ও পাত্র অনুসারে ভিন্ন বলে কুপজল ও গঙ্গাজল অভিন্ন সত্তা।

জল গর্তে কুপজল আর গঙ্গায় গেলে গঙ্গাজল হয়। কিন্তু এই দুই স্থানের জল তো এক ও অভিন্নই। কোনো পার্থক্য নেই আর তাই কুপজল ও গঙ্গাজল অভিন্ন সত্তা।

৯। যাওয়া কিংবা আসার বেলায় বলতে লালন কী বুঝিয়েছেন।

উত্তরঃ যাওয়া কিংবা আসার বেলায় বলতে লালন জন্ম ও মৃত্যুকে বুঝিয়েছেন।

জন্ম মৃত্যু এ পৃথিবীতে সবচেয়ে প্রব। বাকি সবই পরিবর্তনশীল। এ কারণে লালন মানুষকে জাতপাত নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন। কারণ তিনি জানেন যাওয়া মানে মৃত্যু আর আসা মানে জন্ম হলে মানুষের সঙ্গে কোনো জাতপাত থাকে না।

১০। জাতপাত নিয়ে বাড়াবাড়ি করা উচিত নয় কেন?

উত্তরঃ জাতপাত মানুষের প্রকৃত পরিচয় তুলে ধরতে বাধা প্রদান করে বলেই এ নিয়ে বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়। মানুষের প্রধান ধর্ম মনুষ্যত্ব তথা মানবতাবাদ। কিন্তু এ সমাজে মানুষ তা ভুলে গিয়ে শুধু নিজের মধ্যে ভেদবিভাজন করতে ব্যস্ত থাকে। জাত তাদের আর প্রকৃত মানুষ হবার সুযোগ দেয় না। এ কারণে জাতপাত নিয়ে বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়।

অতিরিক্ত সৃজনশীল প্রশ্নঃ

১। উদ্দীপকটি পড়ে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

দিল দরিয়ার মাঝে দেখলাম
আজব কারখানা ॥
দেহের মাঝে বাড়ি আছে,
সেই বাড়িতে চোর লেগেছে,
ছয়জনাতে সিঁদ কাটিছে,
চুরি করে একজনা ॥
দেহের মাঝে বাগান আছে
নানা জাতি ফুল ফুটেছে
ফুলের সৌরভে জগৎ মেতেছে
কেবল লালনের প্রাণ মাতল না।

ক. ‘জগৎ বেড়ে’ কথাটির অর্থ কী?

খ. জাতিধর্মের ভেদজ্ঞান খারাপ কেন?

গ. উদ্দীপকের কবিতার কোন দিকটি ‘মানবধর্ম কবিতার সাথে সংগতিপূর্ণ তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. “উদ্দীপকের কবিতা ‘মানবধর্ম’ কবিতার ভাববস্তুকে ধারণ করে কি না নিরীক্ষণ কর।

২। উদ্দীপকটি পড়ে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

ভজন মন্দিরে তব
পূজা যেন নাহি রয় থেমে
মানুষে করো না অপমান
যে ঈশ্বরে ভক্তি কর,
হে সাধক, মানুষের প্রেমে
তঁারি প্রেম করে সপ্রমাণ।

ক. যথার্থতা লোকে কীসের গৌরব করে?

খ. লালন ফকির কূপজল আর গঙ্গাজল প্রসঙ্গটি কেন উপস্থাপন করেছেন?

গ. উদ্দীপকে ‘মানবধর্ম’ কবিতার কোন বিশেষ দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. “মানবতার জয়গানে উদ্ধৃতাংশ ও ‘মানবধর্ম’ কবিতা যেন একসূত্রে গাঁথা।”— উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর।

৩। উদ্দীপকটি পড়ে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

মুহিন চ্যাটার্জী খুবই গোঁড়া হিন্দু। তার কাছে জাতপাত খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি দেবদেবীর আরাধনা করেন। কিছু জাতের বিচারে তার জুড়ি নেই।
নি জাতের লোকের ছায়া মাড়ালেও তিনি পুকুরে নান করে আসেন। অন্য ধর্মাবলম্বীদেরকে তিনি হেয়জ্ঞান করে। এমনকি নি বর্ণের হিন্দু
লোকদের স্পর্শকেও তিনি এড়িয়ে চলেন, তাদের স্পর্শ নিজেকে অপবিত্র মনে করেন। একদিন নি বর্ণের এক গোয়ালার সাথে হঠাৎ করে রাস্তায়
ধাক্কা লাগে। এতে তিনি এমনভাবে চিৎকার করে উঠেন যেন তার নিকট ঈশ্বরের মৃত্যু হয়েছে। তারপর তিনি ছুটে গিয়ে পুকুরে নান করে
ভগবানের কৃপা প্রার্থনা করেন।

ক. গঙ্গাজল কী?

খ. কারা জাতকে প্রাধান্য দেয়? কবিষয়ে লেখ।

গ. উদ্দীপকের মুহিন চ্যাটার্জীর কর্মকাণ্ডের সাথে ‘মানবধর্ম’ কবিতার স্বরূপ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. মুহিন চ্যাটার্জীর আচরণ ধর্মীয় গোঁড়ামি ছাড়া আর কিছু নয়— উদ্দীপক ও ‘মানবধর্ম’ কবিতা অবলম্বনে কথাটির যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর।

৪। উদ্দীপকটি পড়ে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

বর্তমানে আমেরিকায় বসবাসকারী মানুষ সভ্য জাতি বলে বিবেচিত। সেখানে মানুষে মানুষে বিভেদ তেমন নেই। তবুও গতকাল খবরের কাগজ পড়ে মুহিত বিমূঢ় হয়ে গেল। যে দেশ মানবাধিকার নিয়ে এত কাজ করে সে দেশেই প্রোটেস্ট্যান্ট ও ক্যাথলিকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে। ক্যাথলিকরা প্রোটেস্ট্যান্টদের ছোট জাত, বিধর্মী, অমানুষ বলে আখ্যা দিয়েছে। এই সংবাদে মুহিতের হৃদয়ে তোলপাড় শুরু হয়ে যায়। সে অনুধাবন করে যে, ধর্মের ঊর্ধ্বেও মানুষের পরিচয় আমরা মানুষ।

ক. ‘মানবধর্ম’ কবিতাটি কোন গান থেকে নেওয়া হয়েছে?

খ. ‘ভিন্ন জানায় পাত্র-অনুসারে’ বলতে কী বুঝানো হয়েছে?

গ. উদ্দীপকে মুহিতের অভিব্যক্তির সঙ্গে ‘মানবধর্ম’ কবিতার সাদৃশ্যের দিকটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ধর্মের ঊর্ধ্বে মানুষের পরিচয় আমরা মানুষ— উক্তিটি যথার্থ কী? ‘মানবধর্ম’ কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ কর।

মানবধর্ম

- ১। লালন শাহ্ কার শিষ্য ছিলেন?

(ক) ফকির সাঁইয়ের (খ) সিরাজ সাঁইয়ের

(গ) সাধক সাঁইয়ের (ঘ) মরমি সাঁইয়ের
- ২। গানে লালন শাহ্ নিজেকে কী হিসেবে উল্লেখ্য করেছেন?

(ক) সাঁই (খ) শাহ্

(গ) ফকির (ঘ) সাধক
- ৩। লালন শাহ্ কতগুলো গান সৃষ্টি করেন?

(ক) লক্ষাধিক (খ) হাজারাধিক

(গ) সহস্রাধিক (ঘ) শতাধিক
- ৪। লালন শাহ্ কত খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন?

(ক) ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে (খ) ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে

(গ) ১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দে (ঘ) ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে
- ৫। লালন শাহ্ তার গানে নিজেকে কী হিসেবে উল্লেখ করেছেন?

(ক) রাজা (খ) বাদশা

(গ) ফকির (ঘ) ঔষা
- ৬। লালন শাহ্ কত খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন?

(ক) ১৮৯৫ খ্রিঃ (খ) ১৮৯০ খ্রিঃ

(গ) ১৮৮৫ খ্রিঃ (ঘ) ১৮৯৭ খ্রিঃ
- ৭। লালন শাহ্ কুষ্টিয়ার কোথায় মৃত্যুবরণ করেন?

(ক) ছেউরিয়ায় (খ) দেউরিয়ায়

(গ) মাঝআইলে (ঘ) বিনোদপুর
- ৮। নিচের কোনজন মানবতাবাদী মরমি কবি?

(ক) লালন শাহ্ (খ) আলাওল

(গ) শাহ্ মুহম্মদ সগীর (ঘ) জসীমউদ্দীন
- ৯। লালনের কাছে কোন ধর্মই মূল কথা?

(ক) হিন্দুধর্ম (খ) মুসলিম ধর্ম

(গ) মনুষ্যধর্ম (ঘ) সংসার ধর্ম
- ১০। সব লোকে লালনকে কিসের প্রশংসা করে?

(ক) ধনী-গরিবের (খ) জাত-ধর্মের

(গ) কর্ম-পেশার (ঘ) বর্ণের
- ১১। লালন ‘জেতের ফাতা’ কোথায় বিকিয়েছেন?

(ক) হাট-বাজারে

(খ) সাত-বাজারে

(গ) জগৎ-সংসারে

(ঘ) যাওয়া-আসায়
- ১২। কূপজল গঙ্গায় গেলে কী নামে অভিহিত হয়?

(ক) পূজার জল (খ) গঙ্গাজল
- (গ) পবিত্র জল (ঘ) ঝর্ণাজল
- ১৩। লালন শাহ্ কোন জিনিসটিকে গুরু তৃপ্ত মনে করেন না?

(ক) টাকা-পয়সাকে (খ) জাতকে

(গ) ধর্মকে (ঘ) পেশাকে
- ১৪। লোকে গৌরব করে কোথায়?

(ক) যথা-তথা (খ) স্থানে স্থানে

(গ) সব জায়গায় (ঘ) বাসস্টেশনে
- ১৫। ‘লালন কয় জেতের কী রূপ, দেখলাম না এ -’ শূন্যস্থানে হবে -

(ক) অন্তরে (খ) নয়নে

(গ) নজরে (ঘ) বাজারে
- ১৬। লালন সাত বাজারে জাতের ফাতা কী করেছেন?

(ক) বিকিয়েছেন (খ) ক্রয় করেছেন

(গ) নিলাম করেছেন (ঘ) দান করেছেন
- ১৭। সিরাজ সাঁই একজন -

(ক) কবি (খ) সাধক

(গ) গায়ক (ঘ) সুরকার
- ১৮। ‘জল’ শব্দের সবচেয়ে বেশি পরিচিত বা ব্যবহৃত সমার্থক বা প্রতিশব্দ কোনটি?

(ক) পানি (খ) নীর

(গ) বারি (ঘ) সলিল
- ১৯। লালন শাহ্ ‘মানবধর্ম’ কবিতায় জাতের চেয়ে মানবধর্মকে বেশি গুরু ত্ব দিয়েছেন কেন?

(ক) ধর্মশাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞানার্জন করায়

(খ) সহস্রাধিক গান সৃষ্টি করেছেন বলে

(গ) সিরাজ সাঁইয়ের শিষ্য হওয়ায়

(ঘ) সর্বদা চিন্তা ও সাধনা করায়
- ২০। ‘মূলে এক জল, সে যে ভিনড়ব নয়।’ - এখানে ‘মূলে’ শব্দটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?

(ক) প্রকৃত স্বরূপে (খ) ধর্ম পরিচয়ে

(গ) পাত্র অনুসারে (ঘ) বর্ণ পরিচয়ে
- ২১। ‘জগৎ বেড়ে জেতের কথা, লোকে গৌরব করে যথা তথা’- লোকে গৌরব করে কেন?

(ক) অজ্ঞান বলে

(খ) বংশগৌরবের প্রভাবে

(গ) আধ্যাত্তববাদী হওয়ায়

(ঘ) সাধনহীন বলে
- ২২। জল পাত্র অনুসারে ভিনড়ব জানায় কেন?

(ক) জল বর্ণহীন

(খ) জল পবিত্র

(গ) জল কুয়োয় থাকে

(ঘ) জল নানা বর্ণের

২৩। কূপজল গঙ্গায় গেলে কী নামে অভিহিত হয়?

(ক) সমুদ্রের জল

(খ) গঙ্গাজল

(গ) পবিত্র জল

(ঘ) পূজার জল

২৪। জন্ম-মৃত্যুকালে মানুষ কেমন থাকে?

(ক) অনেকেই হিন্দু

(খ) অনেকেই মুসলমান

(গ) সমান

(ঘ) ধনী-গরিব

২৫। ‘মানবধর্ম’ কবিতায় ‘লালন’ শব্দটি কতবার ব্যবহৃত হয়েছে?

(ক) একবার

(খ) দুইবার

(গ) তিনবার

(ঘ) চারবার

২৬। লালন শাহ্ কোন ধর্মে বিশ্বাসী?

(ক) হিন্দুধর্মে

(খ) মুসলিম ধর্মে

(গ) বৌদ্ধধর্মে

(ঘ) মানবধর্মে

২৭। মানুষ কোন বিষয়টি গৌরবের বলে মনে করে?

(ক) কোটিপতি হওয়াকে

(খ) জাতের মর্যাদাকে

(গ) নামে বড় হওয়াকে

(ঘ) কাজে বড় হওয়াকে

২৮। যেকোনো মানুষের বড় পরিচয় কী হওয়া উচিত?

(ক) ধর্মপ্রধান

(খ) নামপ্রধান

(গ) পদবিপ্রধান

(ঘ) মনুষ্যপ্রধান

২৯। কবি তার কবিতায় কোন ধর্মকে অনুসরণ করতে বলেছেন?

(ক) হিন্দুধর্ম

(খ) মুসলমান ধর্ম

(গ) মানবধর্ম

(ঘ) লালনধর্ম

৩০। যমুনার জলের অন্য ঋতু কোন নামে পরিচিত?

(ক) গঙ্গাজল

(খ) আসামের জল

(গ) পদ্মার জল

(ঘ) মেঘনার জল

৩১। ‘মানবধর্ম’ কবিতায় লালন শাহ্ ‘জল’ শব্দটি কতবার ব্যবহার করেছেন?

(ক) ২ বার

(খ) ৩ বার

(গ) ৪ বার

(ঘ) ৫ বার

৩২। ‘মানবধর্ম’ কবিতায় ‘জেতের’ শব্দটি কয়বার ব্যবহৃত করেছেন?

(ক) ২ বার

(খ) ৩ বার

(গ) ৪ বার

(ঘ) ৫ বার

৩৩। লালন ‘মানবধর্ম’ কবিতায় নিজেকে কতবার প্রশংসা করেছেন?

(ক) ১ বার

(খ) ২ বার

(গ) ৩ বার

(ঘ) ৪ বার

৩৪। ‘মানবধর্ম’ কবিতায় ‘জাত’ বলতে বোঝানো হয়েছে কোন বিষয়টিকে?

(ক) ধর্মভেদ

(খ) ছোট-বড় ভেদ

(গ) ধনী-দরিদ্রভেদ

(ঘ) ইহকাল পরকাল

৩৫। মালা ও তসবি কী অর্থে মানবধর্মে ব্যবহৃত হয়েছে?

(ক) উপাদান

(খ) প্রতীক

(গ) যন্ত্র

(ঘ) বস্তু

৩৬। কবিতার প্রধান বাহন কী?

(ক) বক্তব্য

(খ) ভাব

(গ) ভাষা

(ঘ) মন্তব্য

৩৭। ‘মানবধর্ম’ কবিতাটির চরণ সংখ্যা কত?

(ক) দশটি

(খ) বারোটি

(গ) চৌদ্দটি

(ঘ) পনেরটি

৩৮। ‘সংসার’ শব্দটি ব্যাকরণের কোন নিয়মে গঠিত?

(ক) সমাস

(খ) সন্ধি

(গ) বচন

(ঘ) কারক

৩৯। কিসের মধ্য দিয়ে লালন শাহের দর্পন প্রকাশ পেয়েছে?

(ক) নাটক

(খ) কবিতা

(গ) গান

(ঘ) উপন্যাস

৪০। ‘লালন কয় জেতের কী রূপ, দেখলাম না এ -’ শূন্যস্থানে হবে -

(ক) অন্তরে

(খ) নয়নে

(গ) নজরে

(ঘ) বাজারে

৪১। গর্তে গেলে কূপজল কয়।’- এখানে ‘গর্ত’কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

(ক) নদী

(খ) খাল

(গ) কুয়া

(ঘ) গহবর

৪২। ‘গৌরব’ শব্দের অর্থ কী?

(ক) অহংকার

(খ) গুণাগুণ

(গ) অবলম্বন

(ঘ) বিশ্বাস

৪৩। ‘বিকিয়েছে’ শব্দের অর্থ কী?

(ক) হস্তান্তর করেছে

(খ) বিক্রি করেছে

(গ) বিলিয়ে দিয়েছে

(ঘ) কোনোটিই নয়

৪৪। ‘জগৎ-জেতের কথা’, শূন্যস্থানে কোনটি বসবে?

(ক) কেড়ে

(খ) বেড়ে

(গ) নেড়ে

(ঘ) ছেড়ে

৪৫। ‘নজর’ শব্দের অর্থ কী?

(ক) দৃষ্টি

(খ) বদান্যতা

(গ) লক্ষ করা

(ঘ) আকৃষ্ট হওয়া

৪৬। সমাজে মানুষের কোন পরিচয়টি বড় হওয়া উচিত বলে তুমি মনে কর?

(ক) সামাজিক পরিচয়

(খ) পেশাগত পরিচয়

(গ) মানুষ হিসেবে পরিচয়

(ঘ) ধর্মীয় পরিচয়

৪৭। লালন শাহ গুরু তৃপ্ত মনে করেন -

(ক) মানবধর্মকে

(খ) জাতকে

(গ) ধর্মকে

(ঘ) সম্প্রদায়কে

৪৮। নিচের কোন শব্দের গঠনে ‘সম’ উপসর্গের পরিচয় পাওয়া যায়?

(ক) গৌরব

(খ) সংসার

(গ) কূপজল

(ঘ) গঙ্গাজল

৪৯। লালন শাহর গানের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে -

(i) মানবতাবাদ

(ii) অধ্যাত্তববাদ

(iii) মরমি রসব্যঞ্জনা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

৫০। লালন শাহর প্রচারিত মানবদর্শন গড়ে উঠেছিল?

(i) জ্ঞানের মাধ্যমে

(ii) অভিজ্ঞতার মাধ্যমে

(iii) উপলব্ধির মাধ্যমে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i

(খ) ii

(গ) iii

(ঘ) i, ii ও iii

৫১। লালন তাঁর দার্শনিকতা অর্জন করেন -

(i) প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাগ্রহণের মাধ্যমে

(ii) ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতার সম্মেল করে

(iii) জীবনভিজ্ঞতার সাথে উপলব্ধির

সংমিশ্রণ ঘটিয়ে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i

(খ) i ও ii

(গ) iii

(ঘ) রর ও iii

৫২। ‘মানবধর্ম’ কবিতায় নিম্নলিখিত শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে -

(র) সংসার (রর) কূপজল (ররর) গৌরব

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) র

(খ) রর

(গ) ররর

(ঘ) র, রর ও ররর

৫৩। গঙ্গায় গেলে গঙ্গাজল হয়। এখানে

‘গঙ্গাজল’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে -

(র) পবিত্র অর্থে (রর) পাপ অর্থে

(ররর) পুণ্য অর্থে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i

(খ) ii

(গ) rii

(ঘ) i, ii ও iii

৫৪। লালন যে জিনিসটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন

(i) মনুষ্যধর্মকে (ii) কৃত্রিম ধর্মকে

(iii) জাতকে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i

(খ) ii

(গ) iii

(ঘ) i, ii ও iii

৫৫। মহা মনীষী লালন বিশ্বাস পোষণ করেন না -

(i) মানুষের জাতভেদে পার্থক্য

(ii) মানুষের ধর্মভেদের বিভেদ

(iii) জাতি-ধর্মহীন অভিনবত্ব

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) iii

(গ) i ও iii

(ঘ) ii ও iii

৫৬। লালনের দর্শন মতে, মানুষের কোনটি

অন্বেষণ করা অন্যায়া?

(i) জন্মের আভিজাত্য

(ii) বংশপরিচয়ের নাম ডাক

(iii) মনুষ্যত্বের সারসত্য

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i

(খ) i ও ii

(গ) iii

(ঘ) ii ও iii

৫৭। ‘মানবধর্ম’ কবিতাটিতে লালন যার মূলে কুঠারাঘাত করেছেন -

(i) লোকের বংশগৌরব

(ii) মানুষের ধর্মীয় পরিচয়

(iii) মানুষ হিসেবে ব্যক্তির আতড়বপরিচয়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও রাি

(ঘ) i, ii ও iii

৫৮। ‘মানবধর্ম’ কবিতাটির প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে

(i) অসাম্প্রদায়িকতা

(ii) লালন শাহর জীবনকাহিনী

(iii) মানবতাবোধ

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও iii

(খ) ii

(গ) i ও ii

(ঘ) i, ii ও iii

৫৯। ‘মানবধর্ম’ কবিতায় ফুটে উঠেছে -

(i) মনুষ্যধর্মের স্বরূপ

(ii) জাত-পাতের স্পষ্ট ধারণা

(iii) মানবতাবোধ

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i

(খ) ii

(গ) i ও ii

(ঘ) i, ii ও iii

৬০। ‘চিহ্ন’ শব্দের কয়েকটি সমার্থক শব্দ হচ্ছে

(i) দাগ, রেখা (ii) প্রতিচ্ছবি

(iii) ইশারা, ইঙ্গিত

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i

(খ) ii

(গ) iii

(ঘ) i ও iii

***নিচের উদ্দপকটি পড় এবং ৬১, ৬২ নং প্রশ্নেড়বর উত্তর

দাও :

“নাই দেশ কাল পাত্রেব ভেদ, অভেদ ধর্মজাতি,

সবদেশে সব কালে ঘরে ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি”

৬১। ‘মানবধর্ম’ কবিতার কোন চেতনাটির এখানে প্রাসঙ্গিক?

(ক) মানব জাতির একত্ব

(খ) ধর্মের ভেদাভেদ

(গ) সম্প্রদায়গত পরিচিতি

(ঘ) জাত-পাত নিয়ে বাড়াবাড়ি

৬২। উপরের চেতনাটির ভাব ফুটে উঠেছে

র.জগৎ বেড়ে জেতের কথা

ii. মূলে এক জল সে যে ভিনড়ব নয়

iii. লোকে গৌরব করে যথাতথা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i

(খ) ii

(গ) i, ii

(ঘ) i, ii, iii

***নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৬৩ ও ৬৪ নং প্রশ্নেড়বর উত্তর

দাও :

নানান বরণ গাভিরে ভাই একই বরণ দুধ ,

জগৎ ভ্রমিয়া দেখিনু একই মায়ের পুত ।

৬২। ‘মানবধর্ম’ কবিতার কোন ভাবটি উপরের উদ্দীপকে

প্রাসঙ্গিক?

(ক) জাতের অখন্ডতা

(খ) জন্মের সীমাবদ্ধতা

(গ) ধর্মের অসমতা

(ঘ) মানুষের ভিনড়বতা

৬৩। উপরের চিত্রকল্পটির মূলভাব ফুটে উঠেছে

i. কেউ মালা, কেউ তসবি গলায়, তাই-তে

কি জাত ভিনড়ব বলায়

ii. মূলে এক জল, সে যে ভিনড়ব নয়

iii. লালন সে জেতের ফাতা বিকিয়েছে সাত বাজারে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i

(খ) ii

(গ) i, ii

(ঘ) i, ii, iii